বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে কাশ্মীরি পন্ডিতদের দেওয়া স্মারকলিপি

নিউদিল্লি, ১৯শে জানুয়ারি ২০১৪

মান্যবরেষু,

আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা আমাদের দেওয়ায় অনেক ধন্যবাদ।

কাশ্মীরে জাতীয় ঐক্য চ্যালেঞ্জের মুখে। সংখ্যালঘু কাশ্মীরি হিন্দুদের সমূলে উৎপাটন তারই ন্যক্কারজনক প্রকাশ। কাশ্মীরে সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিপীড়িত, এবং এরই ফলে অতীতে একাধিকবার ভিটে ছাড়ার ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯০ সালে যে বর্হিনির্গমন ঘটেছে তা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন ভারতের এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিশানা করে হত্যার ফলেই ভিটে ছাড়ার ঢল নেমেছিল। যা ওই এলাকার চারিত্রিক বিন্যাসে পরিবর্তন আনে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এনিয়ে নীরব ছিল।

এই ঘটনার পরেও কোনও তদন্ত কমিশন গঠিত হয়নি বা কাশ্মীরে ভারত বিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপ সমূলে বিনাশ করতে কোনও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এমন কি কমিশন তৈরির দাবিও এখনও উপেক্ষিত।

ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরাতে না কেন্দ্র, না রাজ্য কেউই স্পষ্ট কোনও নীতি নেয়নি। ঘরছাড়া হিন্দুদের ঘরে ফেরানো নিয়ে কাশ্মীর সফরে একটা কথাও খরচ করেননি প্রধানমন্ত্রী।

সংখ্যালঘু হিন্দুদের কাশ্মীরের সভ্যতা থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। ঐতিহ্যমন্ডিত শঙ্করাচার্য পর্বত ও হরি পর্বতের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে বেআইনীভাবে। শুধুমাত্র ব্যক্তিই নয়, জনস্বার্থের নাম করে মন্দিরের সমপদ দখল করছে সরকার।

এবং এই ট্র্যাজেডির সবথেকে খারাপ অংশ হল রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিজীবী মহল বিষয়টা নিয়ে আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব থাকলেন। ভিটেছাড়াদের স্বস্থানে পুনর্স্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অসততা এবং তাদের দৈহিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বয়মভরতা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যের উদাসীনতা দুই খুব প্রকট।

মধ্যযুগে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় যখন একইরকম অসহনশীল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তখন পন্ডিত কৃপারাম দত্তার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল গুরু তেগবাহাদুরজী মহারাজকে ডেকে পাঠিয়ে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

একই রকমভাবে আফগান শাসন প্রতিরোধকারী কাশ্মীরী পন্ডিত নেতা বীরবল ধর ১৮১৯ সালে স্বাধীন কাশ্মীরের দাবিতে স্বারকলিপি দিতে যান যাতে সামিল ছিলেন মহারাজা রঞ্জিত সিং।

অপশাসন ও দুর্নীতির নাগপাশ থেকে জাতিকে উদ্ধারের জন্য গোটা দেশ আপনার নেতৃত্বের

উপর ভরসা রাখছে। যে পরিশ্রমে আপনি এই জায়গাটা অর্জন করেছেন তাকে আমরা সম্মান জানাই। আপনার এই লড়াইএ আমাদের যেকোনওভাবে কাজে লাগালে আমরা গর্বিত বোধ করব।

গর্বের প্রতীক হিসাবে সুপ্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে কাশ্মীরকে গড়ে তোলার ব্যাপারে আপনার মনোযোগ আশা করি আমরা।

শুভেচ্ছান্তে

ভিটেছাড়া কাশ্মীরী পন্ডিত সমপ্রদায়ের পক্ষ থেকে

ডঃ কে এন পন্ডিত